গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
www.srdi.gov.bd

নং-১২.০৩.০০০০.০০২.২৩.০০১.১৬- ৪৭৬

তারিখ : ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারি পত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি-৪ শাখার ০৬ মার্চ ২০১৮খ্রিঃ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৭৮.৪১.০১৭.১৭-৪৩ সংখ্যক পত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের আধা-সরকারি পত্র নং ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০১.১৬-১০৬; তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এর মর্মানুযায়ী **আগামী ২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচিতে** সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : ০৫ (পাঁচ) পাতা।

(বিধান কুমার ভান্ডার)
পরিচালক
ফোন : ৯১১৩৩৬৩
E-mail : director@srdi.gov.bd

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি :

১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ/মৃত্তিকা পরীক্ষা বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী/কুমিল্লা/খুলনা/সিলেট/বরিশাল।
৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, রাজশাহী/কুমিল্লা/খুলনা/ময়মনসিংহ।
৪। ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
৫। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান/লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৬। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ/জামালপুর/টাংগাইল/ফরিদপুর/রাজশাহী/পাবনা/বগুড়া/রংপুর/দিনাজপুর/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/রাঙ্গামাটি/নোয়াখালী/খুলনা/যশোর/কুষ্টিয়া/পটুয়াখালী/সিলেট/মৌলভীবাজার।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জামালপুর/ফরিদপুর/চট্টগ্রাম/সিলেট/নোয়াখালী/বগুড়া/দিনাজপুর/বরিশাল/কুষ্টিয়া/ঝিনাইদহ।
৮। অফিস নথি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
নীতি-৪-শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডাইরী নং.....তাং.....
সিএসও (.....)
পিএসও (.....)
পিডি (.....)
এসএসও (.....)
এসও (.....)
পিএলও (.....)
সহকারী পরিচালক (.....)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (.....)
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (.....)
অফিস তত্ত্বাবধায়ক (.....)
পিএ (.....)

নং-১২.০০.০০০০.০৭৮.৪১.০১৭.১৭-৪৩

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪২৪ / ০৬ মার্চ ২০১৮

বিষয়ঃ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারি পত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আধা-সরকারি পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০১.১৬-১০৬, তারিখঃ ২৮/০২/২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের আধা-সরকারি পত্র এবং উহার সাথে সংযুক্ত সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠান কর্মসূচি ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। পত্রের মর্মানুযায়ী বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপনের জন্য আগামী ২০ মার্চ, ২০১৮ তারিখ হতে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থাকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :বর্ণনামোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

(আ. ফ. ম. আলমগীর কবীর)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৫৬২২।
ই-মেইলঃpolicy4moa@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৩. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
১৪. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (পিপিবি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শাখায় প্রাপ্তির তারিখ: ০৫.০৩.১৮
ডাইরী নং: ৮৪
উপস্থাপনের তারিখ:

অতিরিক্ত সচিব-এর দপ্তর
অতিরিক্ত সচিব (নীতি)
যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)
যুগ্ম সচিব (আঃসঃ)
উপ-সচিব (আঃসঃ-২)
সিনিঃ সহঃ সচিব (আঃসঃ-১)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডাইরী নং: স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০১.১৬.১০৬

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৪
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রিয় সহকর্মী,

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের নির্ধারিত শর্তাবলি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। মার্চ ২০১৮ মাসেই আমরা জাতিসংঘের এ স্বীকৃতি লাভ করব বলে আশা করছি। 'নিম্ন-আয়ের' দেশ থেকে 'নিম্নমধ্য আয়ের' দেশে উত্তরণ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে একটি অন্যতম অর্জন। সরকার বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে অনবদ্য এই অর্জনকে আগামী ২০ মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের নিম্ন-আয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে উক্ত শ্রেণির সদস্য সংখ্যা ২৫ থাকলেও বর্তমান সংখ্যা ৪৭। অদ্যাবধি পাঁচটি দেশ অর্থাৎ বাতসোয়ানা (১৯৯৪), কেপভর্দ (২০০৭), মালদ্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪) ও ইকুয়েটোরিয়াল গিনি (২০১৭) স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) পদমর্যাদা থেকে উত্তরণের (graduation) সক্ষমতা লাভ করেছে। ২০১৮ সালে সুপারিশ লাভের সম্ভাব্য তিনটি দেশের অন্যতম হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশই এখন পর্যন্ত একমাত্র দেশ যে তিনটি নির্ণায়ক একসঙ্গে পূরণ করে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তিনটি নির্ণায়কের যেকোনো দু'টির উত্তরণ-মান অর্জন করলে, কিংবা মাথাপিছু জিএনআই উত্তরণ-মানের দ্বিগুণ হলেই এই স্বীকৃতি পাওয়া যায়। জাতিসংঘের নির্ধারিত তিনটি পূর্বশর্ত ও বাংলাদেশের অর্জনের তুলনামূলক বিবরণী নিচের ছকে দেওয়া হলো:

ক্রম	নির্ণায়ক	উত্তরণের মান ২০১৮	সিডিপি	বিবিএস
১.	GNI Per Capita	১,২৩০ ইউএসডি বা তার বেশি (গত তিন বছরের গড়)	১,২৭২ ইউএসডি	১,২৭১ ইউএসডি
২.	Human Asset Index	৬৬ বা তার বেশি	৭২.৮	৭২.৯
৩.	Economic Vulnerability Index	৩২ বা তার কম	২৫.০	২৪.৮

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, কর্মহীনতা, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে পদদলিত করে অতুলনীয় এই অর্জন বিশ্ববাসীর নিকট এক বিস্ময়। বাঙালিকে কেউ 'দাবায়া রাখতে পারবা না' জাতির পিতার সেই অগ্নিঝরা প্রত্যয়-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্মরণীয় এই অর্জন দেশব্যাপী বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে (কর্মসূচি সংযুক্ত)। এই উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সারা দেশব্যাপী ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ প্রচারাভিযান ও সেবা সপ্তাহ পালিত হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ও কর্মসূচি সফল করতে আপনি ও আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল কর্মসূচির নান্দনিক, আকর্ষণীয় ও সাড়ম্বর উদ্‌যাপনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার গতিশীল নেতৃত্ব, সামগ্রিক সমন্বয় এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে উক্ত কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার,

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

কৃষি সচিবের দপ্তর
☐ অতিঃ সচিব (প্রঃ/উপ)
☐ অতিঃ সচিব (পিপিসি)
☐ মহাপরিচালক (বীজ)
☐ অতিঃ সচিব (নিরীক্ষা)
☐ অতিঃ সচিব (সম্প্রঃ)
☐ অতিঃ সচিব (গবেঃ)
☐ যুগ্ম-প্রধান
☐ পি.এস
ডাইরী নং:
তারিখঃ

অতিরিক্ত সচিব (পিপিবি)-এর দপ্তর
সিঃ সহঃ প্রধান (নীতি)- | পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করুন
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
সহঃ প্রধান (নীতি)- | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
আলোচনা করুন
ডাইরী নং- | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠান কর্মসূচি ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮

ক্রম	কর্মসূচি	মূল সমন্বয়ক
০১.	বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন- সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে নাগরিক সুবিধাগুলো জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছে দিতে দৃশ্যমানভাবে সেবাদান ও মান নিশ্চিতকরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ
০২.	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা, সেমিনারের আয়োজন, চিত্র প্রদর্শনী, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, আনন্দ শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;	বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক/ ইউ.এন.ও
০৩.	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উন্নয়ন-প্রদর্শনী;	তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
০৪.	এলাকাভিত্তিক জনপ্রিয় খেলাধূলার প্রতিযোগিতার আয়োজন, যেমন: নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা, ফুটবল, কাবাডি, ক্রিকেট ইত্যাদি;	বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক
০৫.	প্রিন্ট মিডিয়ায় গোলটেবিল আলোচনা, তথ্যধর্মী লেখা, সম্পাদকীয় প্রকাশ	তথ্য মন্ত্রণালয়
০৬.	টিভি/রেডিও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় TVC, থিম সং (Theme Song) প্রচারসহ টকশোধর্মী বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন;	তথ্য মন্ত্রণালয়
০৭.	দেশের পরিচিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে উত্তরণের ইতিবাচক দিকগুলো জনগণের মাঝে উপস্থাপন;	তথ্য মন্ত্রণালয়
০৮.	সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে এলডিসি উত্তরণ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন;	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৯.	ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদির মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অর্জনের প্রচার;	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১০.	ঢাকা শহরকে সজ্জিতকরণ: ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার, লাইটিং, রঙিন পতাকা	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১১.	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও পয়েন্টে TVC, Theme Song প্রচার;	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২.	বাস/গাড়িসহ বিভিন্ন যানবাহনে উন্নয়ন ও উত্তরণ সংক্রান্ত স্টিকার লাগানো;	সড়ক বিভাগ
১৩.	পালাগান/ জারি গান/ লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচার;	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ[1]

ভূমিকা

স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি ১৯৬০ এর দশকে প্রথম প্রবর্তিত হলেও জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে ১৯৭১ সালে। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিভিন্ন সূচকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার (Threshold) মধ্যে থাকা দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সাধারণত জীবনযাত্রার মান কম, শিল্প বাণিজ্যে এসমস্ত দেশ অনগ্রসর এবং মানব উন্নয়ন সূচকে অপরাপর দেশের তুলনায় এই দেশগুলো পিছিয়ে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থসামাজিক বিভিন্ন মানদণ্ডে ক্রমশ পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এসমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি প্রবর্তন করে।

অপরদিকে বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আয় এবং সামাজিক কিছু সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য সদস্য-দেশগুলোকে নিম্ন আয়ের দেশ, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ-এই চার ভাগে ভাগ করেছে। প্রতিবছর এই তালিকা নতুন করে তৈরি করা হয়। তবে এই ভাগটি শুধু আয়ভিত্তিক বলে এখানে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যায় না। কেননা, উচ্চ মাথাপিছু আয় থাকার পরও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অনেক দেশ সামাজিক সূচকে পিছিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বের সর্বমোট ৪৭ টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আঙ্কটাডের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সালে চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গত ০৯-১৩ মে ২০১১ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ৪র্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল ঘোষণা ও ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) গৃহীত হয়। এ কর্ম-পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল, ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটগরি থেকে উত্তরণ (graduation) ঘটানো। এখন পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। এ দেশগুলো হল- বোতসোয়ানা (১৯৯৪), কেপ ভারদে (২০০৭), মালদ্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪) ও ইকুয়েটরিয়াল গিনি (২০১৭) ।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সূচকসমূহ

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল (Economic and Social Council-ECOSOC) এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটি (Committee for Development Policy- CDP) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পর পর উন্নয়নশীল দেশ থেকে উত্তরণের বিষয় পর্যালোচনা করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সূচকগুলো হচ্ছে: (ক) মাথাপিছু আয় (Gross National Income per Capita)- যা বিগত তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় হতে নির্ধারণ করা হয়; (খ) মানবসম্পদ সূচক

[1] © অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(Human Assets Index)- যেটি পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়; (গ) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (Economic Vulnerability Index)- যেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দূরত্বসহ আটটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

উপর্যুক্ত যে কোনো দুটি সূচকের মান অর্জন করতে পারলেই একটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জন করে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো দেশ শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেও এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে।

কোনো দেশ পর পর দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় (৬ বছর) তিনটি সূচকের যে কোনো দু'টিতে উত্তীর্ণ হলে অথবা জাতীয় মাথাপিছু আয় নির্ধারিত মানের দ্বিগুণ অর্জন করতে পারলে তাকে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের যাত্রা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এরই সুবাদে আশা করা হচ্ছে যে, আগামী ১২-১৬ই মার্চ ২০১৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সিডিপি এর পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হবে।

২০১৮ সালের এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য এবার সিডিপি কর্তৃক যে পর্যালোচনা হবে, তাতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১,২৩০ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত যে অ্যাটলাস পদ্ধতিতে এ আয় নির্ধারণ করা হয় সেই হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১,২৭১ মার্কিন ডলার। মানব সম্পদ সূচক যা কি না পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়- সেখানে একটি দেশের স্কোর থাকতে হবে ৬৬ বা তার বেশি। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের বর্তমান স্কোর হচ্ছে এখন ৭২.৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক যেটি কি না প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় সেখানে একটি দেশের স্কোর হতে হবে ৩২ বা তার কম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর এখন ২৪.৮।

সারণিঃ উত্তরণের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

নির্ণায়ক	মানদন্ড ২০১৮	সিডিপি	বিবিএস
মাথাপিছু আয়	১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি (গত তিন বছরের গড়)	১২৭২ মার্কিন ডলার	১২৭১ মার্কিন ডলার
মানব সম্পদ সূচক	৬৬ বা তার বেশি	৭২.৮	৭২.৯
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২ বা তার কম	২৫.০	২৪.৮

সূত্রঃ সিডিপি এবং বিবিএস-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী।

আগামী ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে সিডিপি-এর ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভার পরপরই সিডিপি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি-কে বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের

মানদন্ড পূরণ করেছে মর্মে অবহিত করবে। পাশাপাশি সিডিপি আনুষ্ঠানিকভাবে ECOSOC-কে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করবে।

পরবর্তী ধাপে আঙ্কটাড বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি ভঙ্গুরতা পর্যালোচনা বা Vulnerability Profile তৈরি করবে। একই সাথে DESA (Department of Economic and Social Affairs) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে, বিশেষত দেশে বর্তমানে বিদ্যমান উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রম ও বহির্বাণিজ্যের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে তার আলোকে একটি প্রভাব পর্যালোচনা বা Impact Assessment তৈরি করবে।

এরপর ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ যদি পুনরায় সিডিপি এর মানদন্ডগুলো পূরণে সক্ষম হয় তাহলে সিডিপি ECOSOC এর নিকট বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ করবে। এরপর ECOSOC তা অনুমোদনপূর্বক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নিকট বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ করবে। সেক্ষেত্রে, এর তিন বছর পর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পূর্বের তিন বছরে (অর্থাৎ ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে) বাংলাদেশ তার উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে একটি ক্রান্তিকালীন কৌশলপত্র তৈরি করবে যা এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার পরবর্তী তিন বছরে (২০২৪-২০২৭) বাস্তবায়ন করা হবে। এ পরাকৌশল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা (International Support Measures) কমে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা।

একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে সরকার সফলভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতির জনকের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ লাভের মধ্য দিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এ অগ্রযাত্রাকে রুখে কার সাধ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত দেশের তালিকায়।

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ